জাতীয় মুসলিম পরিকল্পনা: আমাদের গিয়ার বদল প্রয়োজন

ডঃ সইদ জাফর মেহমুদ, সভাপতি, জাকত ফাউন্ডেশন অব ইন্ডিয়া, নয়াদিল্লি

info@zakatindia.org

পবিত্র কোরানে *(17.70)* আল্লা বলেছেন যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই তিনি সমান মর্য্যাদা প্রদান করেছেন। অন্যত্র *(49.13)* তিনি প্রকাশ করেছেন যে, পারস্পরিক দর্শন ও আলাপ-আলোচনার সুবিধার জন্য তিনি জাতি ও উপজাতির মধ্যে মানবতা বিলি করেছেন। এইভাবেই স্বতন্ত্র ও গোষ্ঠীর অস্তিত্ব হিসেবে উভয়ই ঐশ্বরিক স্বীকৃতি ও পৃষ্ঠপোষকতার সঙ্গতি হয়েছে। আরো অন্যান্য অনেক বিষয়ের ডজন খানেক অধ্যায়ের মধ্য থেকে আমরা যৌক্তিকতা, জ্ঞান ও আনুগত্য বিষয়ে আল্লার বার্তা উপলব্ধি করতে পারি যা ব্যক্তিগত ও সামাজিক উদ্দেশ্য ও সমৃদ্ধি, উভয়ের ক্ষেত্রেই অপরিহার্য্য শর্ত। এইসব কথাগুলি বলার সময় আল্লার এই বার্তা মানব জাতির সমস্ত শ্রেণীকে নিয়ে সমগ্র মানবতার উপর অর্ন্তভুক্ত হয়েছে। আসুন আমরা খুঁজে দেখি তফসিলী জাতি ও অনগ্রসর শ্রেণীর বিরুদ্ধে সামাজিক বৈষম্য ঘোচাতে সবচেয়ে ভালোভাবে আমরা এই তিন ঐশ্বরিক নির্দেশকে কাজে লাগাতে পারি, এবং তাদের নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে ন্যায়বিচার পুনঃস্থাপন করতে পারি এবং ভারতে মুসলিম ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে ন্যায় বিচার করতে পারি।

1947-এ স্বাধীনতার পর থেকে *65* বছরের সাম্প্রতিক ভারতীয় ইতিহাস দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করেছে যে মুসলিমরা অত্যন্ত অনগ্রসর, এবং প্রগতির প্রতিটি ক্ষেত্রেই অন্যান্য ধর্মের অনুসরণকারীদের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছেন। সাচার কমিশন ও মিশ্র কমিশনের নথিবদ্ধ রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই এর দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ হয়েছে। এই রিপোর্টে এই ধরনের অনগ্রসরতার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে সামনে নিয়ে এসেছে: *(1) 1950* সাল থেকে তফসিলী জাতির সংজ্ঞায়িত করতে এক কেন্দ্রীয় আদেশবলে সংসদ, রাজ্য বিধানসভা, সরকারী দপ্তরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের *15%* সদস্যপদের সুযোগ থেকে মুসলিম ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়কে বাইরে রাখা হয়েছিল। *(2)* ঐ নির্ব্বাচকমণ্ডলীর বেশিরভাগের মধ্যেই হয়তো মুসলিম জনগণ যথেষ্ট, এমনকি

এগুলির মধ্যে যেগুলি তফসিলী জাতি *(*এস সি*)*-র জন্য সংরক্ষিত সেখানে হয়তো তেমনভাবে এস সি নেই, তা সত্ত্বেও বঞ্চিত হয়েছেন এঁরা। *(3)* মুসলিম বিরোধী মনোভাব জাতীয় ভাবাবেগের একটা অংশে গভীরভাবে বদ্ধমূল। এবং *(4)* একের পর এক শাসক প্রতিষ্ঠান বা সরকার হাতে গোনা কিছু মুসলিমকে তুলে এনে নিরিবিষ কিছু সরকারী পদে বসানোটাকেই ধরে নিয়েছে সেটাই যথেষ্ট, অথচ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বৃহত্তর মুসলিম জনগণের অধিকার ও ন্যায় বিচার পুনঃপ্রতিষ্ঠার কোনো রকম চেষ্টাই করা হয়নি।

গত *65*বছর ধরে এর একটি আনুসঙ্গিক কারকত্ব *(*উপকরণ*)* হিসেবে সমগ্র রাজনৈতিক আঙিনায় সুপরিকল্পিত চক্রান্তের মাধ্যমে মুসলিম সমাজকে এক অনিশ্চয়তা ও সন্দেহের ঘনঘটার মধ্যে জড়িয়ে রাখা হয়েছে, পাশাপাশি তাঁদের অস্তিত্বকেও অনিশ্চিত করা হয়েছে। অন্যদিকে, দক্ষিণপন্থী চরমপন্থীরা নিরীহ ও প্রায়শই অশিক্ষিত অ-মুসলিম ভোটারদের মধ্যে 'হিন্দু পরিচয়সত্বার ক্ষেত্রে মুসলিম আক্রমণের ঝুঁকি' নামে এক পূর্বধারণা *(*বাস্তবে যদিও তা বিদ্যমান নয়*)* নিয়ে একটা ত্রাসের জন্ম দিয়েছে। এই প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসেবেই ভারতীয় মুসলিম নাগরিকদের বিদেশী বা সন্ত্রাসবাদী বলে আখ্যা দেওয়া একটা রাজনৈতিক-আমলাতান্ত্রিক ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বছরের পর বছর ধরে মুসলিম যুবকদের জেলে আটকে রাখা, তথ্যের জন্য তাদের মুক্তি ও তাদের নির্দোষ পাওয়া এবং এই জঘন্য অবিচার ও তাঁদের উপর চরম অত্যাচার করেও তা ভুলে যাওয়াই একটা জাতীয় সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্কুলের টেক্সট বইয়ে মুসলিমদের নিচু করে দেখানোটা একটা মহামারীর অন্তঃস্রোতের আকার নিয়েছে। এবং হাস্যকরভাবে পরের পর অ-মুসলিম প্রজন্ম এই আধা-সচেতন সঙ্কীর্ণ সামাজিক মূল্যবোধের মধ্যেই বেড়ে উঠছে।

এইভাবেই মুসলিম সম্প্রদায়কে তার জাতীয় পরিচয় সত্বা, মর্যাদা ও আভ্যন্তরীণ সংহতি নিয়ে এই ধরনের পরিকল্পিত ও বারংবার আক্রমণের মুখোমুখি হয়ে, তার সঙ্গে আপস করে ও তার সঙ্গে কৌশল করে এগিয়ে যেতে এক উপচে পড়া ধৈর্যশীলতার পরিচয় দিচ্ছে। এটাই মুসলিম সচেতনতাকে সম্প্রদায়ের প্রগতি ও অগ্রগতির অভিষ্ট লক্ষ্য থেকে গুরুতরভাবে সরিয়ে দেয়। এই

ভাবেই কিছু শক্তি সাফল্যর সঙ্গে অবাঞ্ছিতভাবে ঢুকে পড়ে মুসলিম সম্প্রদায়কে একটা রক্ষণাত্মক খেলা খেলতে বাধ্য করে।

একুশ শতকের ভারতের মুসলিম, খ্রীষ্টান আমরা। আমাদের কাঁধের উপর রয়েছে বিশাল দায়িত্ব। নেতিবাচক প্রকল্পকে ইতিবাচক প্রকল্পের স্রোতে রূপান্তরিত করতে আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। তার জন্য আমাদের পর্যাপ্ত কৌশল স্থির করা প্রয়োজন। এই *2013* সালেও, এমনকি তথ্যের অধিকার আইনবলেও *1950*-এ তফসিলী জাতির রাষ্ট্রপতির আদেশে কুখ্যাত তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঢোকানোর পেছনে কারণগুলি স্বচ্ছ হয়ে যেতে পারে এমন ফাইল প্রকাশ করতে রাজি নয় কেন্দ্রীয় সরকার। দ্বিতীয়ত, তাদের সুদীর্ঘ নিষ্ক্রিয়তার কারণেই সরকার সাচার কমিটিকে মেনে নিতে কার্যত প্রত্যাখান করেছে, নতুন করে ডিলিমিটেশন কমিটি নিয়োগ করেছে এবং তাদের দিয়ে বিপুল মুসলিম জনসংখ্যাবহুল নির্বাচনী কেন্দ্র গঠন করিয়ে সংরক্ষণের বাইরে এনে অন্যায্য, বেআইনী ও অযৌক্তিক সমস্যাসঙ্কুল জট থেকে মুক্ত করেছে এবং এইভাবেই এসসি বড়শির মুখ থেকে মুসলিমদের ছাড়িয়ে এনেছে। তৃতীয়ত, সরকার এখনো *2010*-এ তাদের মুসলিম বিরোধী বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করেনি, যাতে বলা হয়েছিল যে ইন্ডিয়ান পুলিস সার্ভিসে এক সীমিত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে *1400* অতিরিক্ত পদ পূরণ করা হবে। এবং তালিকা বেড়েই চলেছে। জাতীয় রাজনৈতিক-নির্বাচনী দাবার ছকে, আমরা ভারতীয় মুসলিম ও খ্রীষ্টানরা গত *65* বছর ধরে নির্বিষভাবে বোড়ের মতো হেঁটে বেড়িয়েছি। এক শতাব্দী ধরে এই ধীর প্রগতি সংগ্রহ করতে অতিদুর্বল এই উদ্যোগকে নিশ্চিতভাবেই আমাদের পরিহার করতে হবে। ভারতীয় সামাজিক-রাজনৈতিক সত্বা হিসেবে আমরা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছি এবং মারাত্মকভাবে অমর্য্যাদা ও অবমাননা শিকার হয়ে পশ্চাদগামী রসাতলের গভীরে ডুবে গিয়েছি। আমাদের আগামী প্রজন্মের সামাজিক জীবনের জন্য আগাম কিছু করে যাওয়ায় আমাদের কোনো অধিকারই নেই। সম্প্রদায়ের কৌশলের গিয়ার বদলের এটাই হলো সঠিক সময়। জাতীয় দাবার ঘরে বোড়ে হয়ে থাকার চেয়ে আমাদের লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হওয়া দরকার এবং নিজেদেরকে ক্ষমতাবান করে তোলা দরকার রাণীর মতো যা বিভিন্ন অভিমুখে বর্গাকারে ঘোরাফেরা করতে পারে।

1950 সালে আমাদের সংবিধান নিশ্চিতভাবেই দেশের অ-মুসলিম, অ-খ্রীষ্টান দলিত নাগরিকদের জন্য সংরক্ষণের বিধান দিয়েছিল এবং পরে জনসংখ্যার *42%*-এর জন্য 'অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। নিঃসন্দেহে এটা জাতীয় জনসংখ্যার এই মূল্যবান অংশকে কিছু শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক উন্নতির সুযোগ করে দিয়েছে। যদিও সামাজিক বিন্যাসের এই স্তরে উন্নয়নের ছিটেফোঁটাও নজরে আসে না। এখনও সমাজে সেই একই রকম শতাব্দী প্রাচীন সবচেয়ে কম আকর্ষণীয় স্তর হিসেবে রয়ে গেছে এসসি এবং ওবিসি -রা। এখনও তাঁদের মানসিক অত্যাচার সহ্য করতে হয় এবং হতাশা, বঞ্চনা, বর্জন ও সামাজিক পশ্চাদ্‌গতির যথার্থ মনোবিকৃতির শিকার হতে হয়। ধারাবাহিকভাবেই তারা সামাজিক পারিপার্শ্বিকতায় একেবারেই নিচে রয়ে গেছেন। সমাজের উঁচু তলায় অ-তফসিলী এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী নয় যারা তাদের মতো সচেতনতা না থাকায় এসসি/ওবিসি-পন্থী ন্যূনতম পরিস্থিতি নেই। বদল আনার জন্য কোটি কোটি মানুষকে 'গুড বাই' বলতে হবে তাঁদের হাজার হাজার বছর পুরোনো সামাজিক সংস্কারকে, যা তাঁদের ধর্মীয় সাহিত্য ও ঐতিহ্যে গাথনিতে বদ্ধমূল। *1950*–এর সামগ্রিক এসসি-পন্থী সাংবিধানিক কাঠামো এবং পরের পরিবর্তনও মানুষের মনে প্রয়োজনীয় বদল আনতে ব্যর্থ হয়েছে। এর জন্য আমাদের গোটা সংবিধান ও সংবিধি বই ক্রমাগত পরিবর্তনশীল কাজ করার উপায় হয়ে উঠতে পারে না।

এসসি, এসটি এবং ওবিসি-দের চেতনায় তৈরি হওয়া এই ধরনের যন্ত্রণাদায়ক শূন্যতা পূরণে এবং তাঁদের নিজেকে ছোট ভাবার সাধারণ অভ্যাসগত ক্ষতে শীতল মলম লাগানো শুরু হয়েছিল চতুর্দশ শতাব্দীতে মানবতার দয়া *(*ইসলাম*)* নামে পরিচিত এক মসিহা হিরার গুহা থেকে। তিনি মানবতাকে চূড়ান্ত ঔষধ দিয়েছিলেন আহত মনের যন্ত্রণার উপশম করতে এবং দয়ালু হাতে আঘাতপ্রাপ্ত আধ্যাত্মিক ফাঁক পূরণ করতে। তিনি দাসত্ব ঘোচানোর ঘোষণা করেন। তিনি সামাজিক আলাপ-আলোচনার ভরকেন্দ্র হিসেবে সাম্যকে প্রচার করেন। তাহলে আমরা কেন বিপ্লব আনতে পারলাম না, কেন নাগরিকদের উত্সাহিত করতে পারলাম না? এর জন্য কেন আমরা ঈশ্বরপ্রদত্ত ঔষধি ব্যবহার করলাম না? কেন আমরা আল্লামা ইকবালের ভবিষ্যত্‌বাণীকে সত্য প্রমাণ করার চেষ্টা করলাম না:

নিকলকে সাহারা সে জিসনে রোমান কি সুলতানাত কো পলট দিয়া থা,

সুনা হ্যায় ইয়ে কুরসিয়োঁ সে ম্যায়নে ও শের ফির হোশিয়ার হোগা।

স্বর্গীয় কণ্ঠ বলে উঠলো যে মরুভূমি থেকে বেরিয়ে এসে যে সিংহটি রোমান সাম্রাজ্যকে ওলট পালট করে দিলো, সে আবার নিজেকে উদ্যত করবে।

মৌলিক ইসলামি উপদেশকে আমাদের সঠিকভাবে উপলব্ধি ও তার সঠিক মূল্যায়ন করতে হবে এবং প্রকৃতপক্ষে এটাকে অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমি তফসিলী জাতির নেতা উদিত রাজের সঙ্গে বিস্তারিতভাবে কথা বলেছি। আমার পক্ষে সন্তোষজনক যে তিনি আমাকে বললেন যে বিচারপতি মিশ্র কমিশন ও সাচার কমিটির সঙ্গে তিনিও একমত যে ***1950***-এর তফসিলী জাতি বিষয়ে রাষ্ট্রপতির আদেশের অপ্রীতিকর তৃতীয় অনুচ্ছেদ বাদ দেওয়া উচিত এবং তফসিলী জাতির সংজ্ঞা থেকেও নির্দিষ্ট ধর্মীয় আনুগত্যের শর্তও বিলোপ করা উচিত। তিনি আবার লিখিতভাবেই তাঁর মত জানিয়েছেন। তাহলে আমরা মূসলিমরা কেন ***65*** বছরের পুরোনো এই ধর্মীয় পক্ষপাতকে সমূলে উচ্ছেদ করতে চিরন্তন ভবিষ্যত্সূচক অপরসায়নের দাবি তুলবো না। এই বিষয় নিয়ে আমি খ্রীষ্টান ও তফসিলী উপজাতি নেতাদের সঙ্গেও কথা বলেছি। তাঁরাও ***65*** বছর ধরে চলে আসা ধর্মের ভিত্তিতে এই বঞ্চনার বিষয়ে মুসলিমদের সঙ্গে একমত এবং তাঁরাও মনপ্রাণ দিয়ে এই প্রচারকে সমর্থন করেন। ***1950*** এর প্রশাসনিক নির্দেশ থেকে যদি তৃতীয় অনুচ্ছেদ বাদ দেওয়া হয় তাহলে মুসলিম ও খ্রীষ্টান নাপিত, কামার ও মুচিদেরও একই সাংবিধানিক প্রাপ্তি ও অধিকার থাকবে যা হিন্দু/শিখ/বৌদ্ধ নাপিত, কামার ও মুচি প্রভৃতিরা গত ***65*** বছর ধরে ভোগ করে আসছেন। তার মানে, সংসদ, বিধানসভা, জেলা/তালুকা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতে তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট আসনের জন্য তাঁরাও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন ও নির্বাচিত হতে পারবেন। আমলাতন্ত্রে তাঁদের জন্য সংরক্ষিত আসনের অধিকার থাকবে যার জন্য প্রতি বছর ইউপিএসসি'র পরীক্ষার মাধ্যমে

চাকরির সুযোগ থাকবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রেও সংরক্ষিত আসনের অধিকার থাকবে তাঁদের।

এর জন্য, আমাদের, ভারতের মুসলিমদের, পুরোপুরিভাবে আরো ভালো ও সত্য মুসলিম হয়ে উঠতে হবে। বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন বৈশিষ্ট্যের মননিয়ে একটা উপলব্ধির জন্য বোধোদয় ঘটাতে হবে আমাদের, যা বিচারের দিন আল্লার মুখোমুখি হতে এক সুদৃঢ় হৃদয় ও চিরন্তন পুরষ্কৃত মন প্রস্তুত করতে পারে। মানব জাতির উন্নয়নের জন্য আমাদের সেরাটা দিতে হবে। সামগ্রিক মানব সাম্যের প্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণভাবে ও উত্সাহভরে আমাদের দেওয়া ঈশ্বরীয় রায়কে রূপায়ন করে আমরা ভালোবাসার হাত বাড়িয়ে দিতে পারবো বিশেষ করে আমাদের এসসি এবং ওবিসি ভাইদের দিকে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাঁদের ক্ষতের অনুভূতির উপশম ঘটাতে পারবো এবং ভালোবাসা দিয়ে মানুষ হিসেবে তাঁদের মর্য্যাদা ফিরিয়ে আনতে পারবো। এই ভাবেই আমরা হাতে হাত ধরে এগিয়ে যেতে পারবো। তারপর আমাদের সম্মিলীত নির্ব্বাচনী শক্তি (এমনকি জনগণনার ভিত্তিতে) নির্ব্বাচনী মঞ্চে আমাদের ব্যাপকতর করে তুলে ধরতে পারবে। এইভাবেই, আমাদের এসসি, এসটি এবং ওবিসি-কে মূল্য দিতে হবে, তাঁদের গ্রহণ করতে হবে, তাঁদের সম্মান দিতে হবে এবং পবিত্র কোরানে আল্লা যেভাবে বলেছেন সেই মতো ওঁদের সঙ্গে যৌথভাবে কৌশল স্থির করতে হবে।

লেখক জাকাত ফাউন্ডেশন অব ইন্ডিয়ার সভাপতি। ই-মেইলঃ

info@zakatindia.org